[বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা নভেম্বর ১১, ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত ।]
[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থেও বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাইভেটাইজেশন কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ আশ্বিন ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/৪ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর ও নং- ২৩৮ আইন/২০০৭।- বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫নং আইন) এর ২৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ -

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। প্রবিধানমালার নাম ।- এই প্রবিধানমালা বেসরকারীকরণ প্রবিধানমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা । - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়-

(ক) ‘আইন’ অর্থ বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫ নং আইন);

(খ) ‘কমিশন’ অর্থ বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫ নং আইন); এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারীকরণ কমিশন (Privatization Commission) ;

(গ) ‘কমিশন সভা’ অর্থ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও খণ্ডকালীন সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভা;

(ঘ) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঙ) ‘চুক্তিপত্র’ অর্থ বেসরকারীকরণ আইনের বিভিন্ন ধারায় ও এই প্রবিধানমালায় উলিখিত চুক্তিপত্র;

(চ) ‘তফসিল’ অর্থ এই প্রবিধানমালার যেকোন তফসিল;

(ছ) ‘দরপত্র ফরম’ অর্থ বেসরকারীকরণ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত দরপত্রের ফরম;

(জ) ‘নীতিমালা’ অর্থ বেসরকারীকরণ নীতিমালা, ২০০১;

(ঝ) ‘প্রবিধানমালা’ অর্থ বেসরকারীকরণ প্রবিধানমালা, ২০০৭;

(ঞ) ‘বাজার দর’ অর্থ বহুল প্রচারিত উন্মুক্ত টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর;

(ট) ‘বিক্রয় দলিল’ অর্থ প্রতিষ্ঠানের ক্রেতার নিকট চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের দলিল যাহা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর দলিলকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ঠ) ‘মালিকানা দলিল’ অর্থ প্রতিষ্ঠানের ক্রেতার নিকট চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের দলিল যাহা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর দলিলকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ড) ‘বেসরকারীকরণ’ অর্থ কোন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর এবং আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াদিও ইহার অন্তর্ভূক্ত;

(ঢ) ‘ব্যক্তি’ অর্থ যেকোন ব্যক্তিসংঘ, সমিতি, কোম্পানী, অংশীদারী কারবারও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ণ) ‘ব্যাংক গ্যারান্টি’ অর্থ তফসিল-২ এ সংযুক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি ফরম;

(ত) ‘শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান’ অর্থ সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা SOE;

UnRegistered

(থ) ‘সদস্য’ অর্থ কমিশনের সদস্য;

(দ) ‘সরকারী শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান’ অর্থ এমন কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যাহা সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বা তৎকর্তৃক স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত বা গঠিত কোন কর্পোরেশন, ট্রাষ্ট, বোর্ড, কোম্পানী বা অন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন, বা যাহা সরকার বা উক্তরূপ যেকোন প্রতিষ্ঠান যেকোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করার অধিকারী, এবং উক্তরূপ কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বা কোন প্রতিষ্ঠানে সরকারের বা উক্তরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ, স্বত্ব, স্বার্থ বা পরিচালনা কিংবা ব্যবস্থাপনার অধিকারসহ অন্য যেকোন অধিকারও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ধ) ‘সংস্থা’ অর্থ ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ২৭ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বা কর্পোরেশন;

(ন) ‘হস্তান্তর’ অর্থ বিক্রয়, ইজারা, বন্দোবস্ত বা অন্য কোন প্রকারে মালিকানা, স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার হস্তান্তর বা অবসান এবং পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অর্পণ বা হস্তান্তর ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(ন) ‘হস্তান্তর দলিল’ অর্থ বেসরকারীকরণ আইনের বিভিন্ন ধারায় ও এই প্রবিধানমালায় উলিখিত হস্তান্তর দলিল।

অধ্যায়-২
বেসরকারীকরণের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন

৩। **প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন।**- (১) আইনের ধারা ১১(৬) অনুযায়ী তালিকাভুক্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য দরপত্র আহবানের পূর্বে অভিজ্ঞ চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট বা মূল্য নির্ধারক, যেমন- কষ্ট একাউন্ট্যান্ট, সার্ভেয়ার ফার্ম, মার্চেন্ট ব্যাংক দ্বারা প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা মূল্য নির্ধারক বাছাইপূর্বক অনুমোদিত তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট বা মূল্য নির্ধারকের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহাদের পেশাগত সুনাম অগ্রাধিকার পাইবে এবং এক্ষেত্রে ফার্মের ডিলিং ও রিভিউ পার্টনারদের গ্রহণযোগ্যতাও বিবেচনা করা হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধি (২) ও (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুমোদিত চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট বা মূল্য নির্ধারককে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার কাজে সার্ভেয়ার নিয়োজিত করিতে হইবে এবং কোন সার্ভেয়ার মূল্য নির্ধারক হিসাবে নিয়োজিত হইলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্ততের সময়ে উহাকে চাটার্ড বা কস্ট একাউন্ট্যান্ট নিয়োজিত করিতে হইবে।

(৫) সাধারণভাবে কমিশন কর্তৃক উপ-প্রবিধি (২) অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ফার্মসমূহ হইতেই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের জন্য মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে দেশী বা বিদেশী কোন কনসালটেন্সী ফার্ম, পরামর্শদাতা, ব্যাংক বা কোন বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংস্থা বা ব্যক্তিকেও কমিশন মূল্য নির্ধারক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৬) উপ-প্রবিধি (৪) অনুযায়ী মূল্য নির্ধারক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং উহা পরীক্ষার কাজে কমিশন সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) মূল্য নির্ধারক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে পুনরায় অপর কোন মূল্য নির্ধারক নিয়োগক্রমে উহা পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৮) কমিশন কর্তৃক গৃহীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন টেন্ডার সিডিউলের অংশ হইবে ; তৎসংগে প্রবিধি ৬ অনুযায়ী বিক্রতব্য SOE এর বিবরণমূলক একটি প্রোফাইলও সন্নিবেশিত থাকিবে এবং এই প্রোফাইল সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং কমিশনের মধ্যে আলোচনাক্রমে স্থিরিকৃত হইবে।

(৯) মূল্য নির্ধারণের কাজে মূল্য নির্ধারক বা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট স্বাধীন থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তথ্যগত গুরুতর কোন ভুল-ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি থাকিলে তাহা সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

UnRegistered

(১০) কমিশন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা মূল্য নির্ধারকের জন্য অবশ্য পালনীয় শর্ত আরোপ করিতে পারিবে এবং এইরূপ শর্ত বরখেলাপের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(১১) উপ-প্রবিধি (৫) এর অধীনে নিয়োগকৃত মূল্য নির্ধারককে উহার কার্যাবলী সূচারুরূপে সম্পাদনের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হইবে।

(১২) উপ-প্রবিধি (৫) এর অধীনে নিয়োগকৃত মূল্য নির্ধারককে তাহার কাজে সহায়তা করিবার জন্য কমিশন কার্যাদেশের একটি করিয়া অনুলিপি নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(অ) সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী (যদি থাকেন);

(আ) সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিভাগের প্রধান;

(ই) সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্পোরেশন বা সংস্থা প্রধান;

(ঈ) সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়; এবং

(উ) প্রতিষ্ঠানটি যেই জেলা প্রশাসকের এখতিয়ারাধীন এলাকায় অবস্থিত সেই জেলা প্রশাসক।

৪। মূল্যায়নের জন্য দিকনির্দেশনা।-(১) প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট বা মূল্য নির্ধারককে উপ-প্রবিধি (২) হইতে (২৬) এ প্রদত্ত দিক নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে ।

(২) International Accounting Standard (IAS) এর আলোকে বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং সেই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের ন্যায্য মূল্য (Fair value) নির্ণয় করিতে হইবে।

(৩) যন্ত্রপাতি, মেশিন ইত্যাদিকে মূল্যায়নে ব্যবহারযোগ্যতা, সময়োপযোগিতা, লাভজনকভাবে উৎপাদন ক্ষমতা (Productive economic use) ইত্যাদি এবং তাহা ক্ষতিগ্রস্থ বা অটুট আছে কিনা বিবেচনায় আনিয়া বাজার-দরের নিরিখে মূল্যায়ন করিতে হইবে অর্থাৎ যন্ত্রপাতির মূল্যায়নে “অবসোলেসেন্স” এবং “প্রোডাক্টিভিটি” বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(৪) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারী সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া থাকিলে উক্ত মেশিনারী স্ক্র্যাপ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অদৃশ্য সম্পদ যথা প্রতিষ্ঠানের সুনাম (Goodwill) এবং কৃতিস্বত্ব (Patent Right) এর যথাসম্ভব মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং Goodwill মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের brand-name, লাইসেন্স, এবং উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি intangible assets বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(৬) সংশিষ্ট জেলা প্রশাসন/রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংগৃহীত এলাকাভিত্তিক মৌজাওয়ারী সরকার নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে জমির মূল্যায়ন করিতে হইবে, তবে ইহার অধিক বা কম মূল্য ধরা হইলে তাহার ভিত্তি ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি মূল্য নির্ধারক কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে এবং এইরূপ মূল্যায়নে মৌজাওয়ারী যেই শ্রেণীর জমির মূল্যের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমির মূল্য অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই শ্রেণীর দামেই জমির মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(৭) জমির মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমির মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারককে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় আনিতে হইবে ঃ

(অ) জমির মালিকানার ধরণ অর্থাৎ জমির মালিকানা freehold নাকি leasehold এর ভিত্তিতে অর্জিত;

(আ) প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ এবং তাহা একই সংগে বিক্রয়তব্য কিনা;

(ই) শিল্প প্রতিষ্ঠানের Cost-benefit ratio, return on investment ইত্যাদি;

(ঈ) অন্যান্য ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আনুপাতিক হারে জমির বাস্তবভিত্তিক মূল্য;

(উ) শিল্প স্থাপনের জন্য জমির পরিমাণ এবং পৃথকভাবে গৃহ নির্মাণ জমির পটের তুলনামূলক পার্থক্য;

Unregistered

(ঙ) জমিস্থিত গাছ-পালা, লতা-গুল্ম এবং ফসলাদি ইত্যাদির অবস্থা;

(ঋ) জমির কোন অংশ একাধিকবার মূল্যায়ন পরিহার অর্থাৎ পুকুর বা সড়ক হিসাবে কোন জমির অংশ মূল্যায়িত হইলে তাহা আবার জমি হিসাবে মূল্যায়িত হইবে না;

(খ) জমির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকিবে,যথা :

(অ) জমির প্রকৃতি (Nature of land) বিশেষ করিয়া জমিটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি, সরকারী খাস জমি, বন্দোবস্ত গৃহীত অথবা ক্রয়কৃত জমি কিনা;

(আ) জমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখসহ মালিকানার ধরণ অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে জমির পরিমাণ ও বাজার মূল্য;

(ই) প্রতিষ্ঠানের নামে জমির নাম জারী করা আছে কিনা;

(ঈ) সমুদয় জমি দখলে আছে কিনা;

(উ) সমুদয় জমির যথাযথ দলিলপত্র আছে কিনা; এবং

(ঊ) ভূমিকর/পৌরকর হালনাগাদ পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা।

(৮) প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন জমিতে কোন উপাসনালয়, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিলে সেই সকল উপাসনালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর মূল্য প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না; তবে প্রতিষ্ঠানের ক্রেতাকে যথারীতি এই সকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থান অপরিবর্তিত রাখিবার শর্তে এই জমির মালিকানা প্রদান ও হস্তান্তর করা হইবে।

Unregistered

(৯) সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন জমির মধ্যে পৃথকভাবে বিক্রয় বা ব্যবহারযোগ্য জমি থাকিলে উহার পরিমাণ ও অবস্থানসহ বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত একটি নকশা প্রণয়নপূর্বক মূল্যায়ন রিপোর্টের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(১০) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মৌজা নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ইত্যাদিসহ জমির পরিমাণের বিবরণ ও তালিকা দিতে হইবে।

(১১) বিক্রয়তব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের দখলে সরকারী খাস জমি থাকিলে এবং তাহা সংশিষ্ট বিভাগের নিকট হইতে বন্দোবস্ত গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করিবে।

(১২) উক্তরূপ জমি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অপরিহার্য কিনা মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান তাহা উল্লেখ করিবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের স্বার্থে এইরূপ খাস জমি আলাদা করা না গেলে বিক্রয়ের আগে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অথবা বিক্রয়ের পরে ক্রেতা সংশিষ্ট কালেক্টরের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে যাহাতে লীজ গ্রহণ করিতে পারে কমিশন সেই বিষয়ে সহযোগিতা করিবে।

(১৩) দালান-কোঠা ও কারখানা ভবনের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা, অবস্থান এবং বাজার মূল্যের নিরিখে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান নির্ণীত মূল্যের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবে।

(১৪) দালান-কোঠা ও ইমারতসমূহের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট শিল্প কারখানার জন্য সেইগুলির বাস্তব ব্যবহার উপযোগিতা এবং বিল্ডিংয়ের উপকরণসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং ব্যবহারযোগ্যতা বিবেচনা করিতে হইবে।

(১৫) ষ্টক ও স্টোর্সের ক্ষেত্রে, ক্রয় মূল্য বা উৎপাদন মূল্য অনুসারে অর্থাৎ বুক ভ্যালুতে বর্ণিত ব্যতিক্রম বা বিবেচনা সাপেক্ষে মূল্যায়ন করিতে হইবে, তবে, মূল্যায়নকালে ষ্টক ও স্টোর্সের প্রাপ্যতা ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগিতা অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে এবং ষ্টক ও স্টোর্সে প্রাপ্ত আইটেমসমূহের শিল্পে ব্যবহার উপযোগিতা না থাকিলে ইহার বাস্তব ও সম্ভাব্য ব্যবহার বিবেচনা করিয়া সেই অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(১৬) যেইসব শিল্প কারখানা বৎসরাধিকাল বন্ধ রহিয়াছে, সেইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ষ্টক ও স্টোর্সের মূল্য বুক ভ্যালুতে নিরূপণ না করিয়া অন্যবিধ ব্যবহার বিবেচনায় আনিয়া মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে, তবে, ইহাছাড়া যেইসব যন্ত্রপাতি, মেশিনারী অকেজো ও obsolete হইয়াছে সেইসব যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারীর খুচরা যন্ত্রাংশকেও obsolete বা scrap হিসাবে গণ্য করিয়া মূল্য নিরূপণ করা হইবে এবং মূল্যায়ন বিবেচনায় খুচরা যন্ত্রাংশকে মূল মেশিনারীর সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে।

(১৭) ষ্টক ও ষ্টোর্সের মধ্যে ঔষধ বা রাসায়নিক বা পঁচনশীল কোন দ্রব্য থাকিলে এবং সেইগুলি মেয়াদ-উত্তীর্ণ বা ব্যবহার অনুপযোগী হইয়া থাকিলে উক্তরূপ মেয়াদ-উত্তীর্ণ ঔষধ, রাসায়নিক বা পঁচনশীল দ্রব্যের মূল্য ধরা যাইবে না।

(১৮) অন্যান্য চলতি সম্পদ, যথা- সান্ড্রী ডেটর্স আদায় যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং যেইসব সান্ড্রী ডেটর্স অনেক দিনের পুরাতন, সেইসব সান্ড্রী ডেটর্স আদায় অযোগ্য হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার মূল্য চলতি সম্পদের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে, অর্থাৎ কেবলমাত্র আদায়যোগ্য সান্ড্রী ডেটর্সই চলতি সম্পদের মূল্যের অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং সান্ড্রী ডেটরস ইত্যাদির আদায়যোগ্যতা নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারিত হইবে, যথা :-

(ক) সান্ড্রী ডেটর্স ইত্যাদি সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহ্বানের পূর্ববর্তী ৫ বৎসরের মধ্যে প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে সাধারণভাবে আদায়যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সকল ক্ষেত্রেই ঋণ প্রদান সংক্রান্ত দলিল-পত্রাদি এবং ঋণের যৌক্তিকতা থাকিতে হইবে; কেবলমাত্র ঋণ গ্রহীতার তালিকাই যথেষ্ট হইবে না;

(খ) শস্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ শস্য কর্তনের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক আদায় করা না হইয়া থাকিলে তাহা বিক্রেতা কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) অন্যান্য সান্ড্রী ডেটর্স যেমন- বাড়ী ভাড়া বাবদ বকেয়া টাকা কিংবা স্বল্প মেয়াদী পণ্য সরবরাহের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম আদায়যোগ্য হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে আদায় না হইয়া থাকিলে তাহাও বিক্রেতা কর্তৃক আদায়যোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং এইগুলি ক্রেতার উপর বর্তাইবে না; এবং

(ঘ) প্রয়োজনবোধে, কমিশন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসনের নিকট হইতে ঋণের আদায়যোগ্যতা সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ ও তদানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১৯) মূল্য নির্ধারক শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সকল প্রকার দেনা-পাওনার মূল্যায়ন করিবে।

(২০) মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সম্পদের এবং চলতি সম্পদের মূল্যায়ন পৃথকভাবে দেখাইবে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা থাকিলে উহার পরিমাণ আলাদাভাবে উলেখ করিবে।

(২১) পাটকল এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রি-স্ট্রাকচার্ড লোন পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখে রি-স্ট্রাকচার্ড লোনের অংক এবং ইহার উপর আরোপিত সুদের অপরিশোধিত বা Outstanding পরিমাণ (যদি থাকে) পৃথকভাবে উলেখ করিতে হইবে।

(২২) মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা নিরূপণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম, দাতা-ওয়ারী ঋণের পরিমাণ, ঋণের শর্তাবলী (সুদের হার, পরিশোধকাল, কিস্তির সংখ্যা) ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উলেখ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধু অপরিশোধিত ঋণই ঋণ হিসাবে পরিশোধযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(২৩) সাধারণভাবে সংশিষ্ট শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ হিসাব-নিরীক্ষা রিপোর্ট (Audited Accounts) মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হইবে, তবে, হালনাগাদ হিসাব-নিরীক্ষা রিপোর্ট (Audited Accounts) প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, সর্বশেষ Audited Accounts কেই মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের Audited Balance Sheet আদৌ না থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফাইড হিসাব বিবরণীও মূল্যায়নের সহায়ক হিসাবে গণ্য হইবে।

(২৪) সর্বোপরি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক পদ্ধতি বিবেচনার সাথে সাথে সেইগুলির জন্য IAS 16 এ বর্ণিত fair value অর্থাৎ প্রকৃত বাজার মূল্য বিবেচনায় আনিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ “Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction” (ন্যায্য মূল্য হইতেছে সেই দাম যাহা একটি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের ক্ষেত্রে ওয়াকেফহাল এবং আগ্রহী পক্ষদের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে)।

(২৫) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জমি ও দালান-কোঠার একটি লে-আউট প্ল্যান দিতে হইবে।

(২৬) একই ক্যাম্পাসে একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে লে-আউট প্ল্যানে তাহা আলাদা করিয়া দেখাইতে হইবে।

UnRegistered

৫। **মূল্যায়নের অন্য পদ্ধতি। -** প্রবিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা ও পদ্ধতি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বাজার মূল্য নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্যায়নের অন্য কোন মানসম্পন্ন প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োজনে কমিশনের অনুমোদনক্রমে অনুসরণ করা যাইবে।

৬। **প্রোফাইল প্রণয়ন। -** (১) বেসরকারীকরণের জন্য দরপত্র আহবানের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের বিবরণী অংশের ভিত্তিতে একটি প্রোফাইল প্রণয়ন করা হইবে, যাহাতে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর গ্রহণের বিষয়ে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত প্রোফাইলে-

(ক) কমিশন, সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের যৌথ স্বাক্ষর থাকিবে;

(খ) স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদের বিবরণ, চলতি দায়-দেনা, দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা, পাটকল ও অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রি-স্ট্রাকচার্ড লোনের বিবরণ সন্নিবেশিত থাকিবে; এবং

(গ) সম্পদের মূল্য দেখানো হইবে না, কারণ ইহা পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উলেখ করা হইবে।

(২) ঋণ বা দায়দেনা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রোফাইলে সন্নিবেশিত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করিবে এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রোফাইলে তথ্যগত বিষয়ে পরবর্তীতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন কিংবা প্রদত্ত তথ্যের কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, অর্থাৎ হস্তান্তরকালে দায়-দেনার পরিমাণ অধিক নির্ধারিত হইলে প্রোফাইলে উলিখিত দায়-দেনার অতিরিক্ত ক্রেতা বহন করিবে না; সংশিষ্ট সংস্থা বা সরকার বহন করিবে।

অধ্যায়-৩
দরপত্র সংক্রান্ত

৭। **দরপত্র আহবান।-** (১) বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোম্পানীর শেয়ার টেন্ডারে বিক্রয়ের জন্য কমিশন দরপত্র আহবান করিবে; দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দেশে এবং সংশিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশে যথাযথভাবে প্রচার করা হইবে এবং অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে, প্রয়োজনবোধে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা যাইবে।

(২) সাধারণভাবে কমিশন সীলমোহরযুক্ত গোপনীয় বা উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করিতে পারিবে এবং সীলমোহরযুক্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যই দরপত্র গ্রহণের প্রধান মাপকাঠি হইবে এবং বিক্রয়ের অপরাপর শর্তাদিও ক্রেতার উপর প্রযোজ্য হইবে।

(৩) প্রয়োজনবোধে, কমিশন দুই-খামবিশিষ্ট দরপত্রও আহ্বান করিতে পারিবে এবং দুই-খামবিশিষ্ট দরপত্রের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত মূল্য ছাড়াও প্রযুক্তিগত শর্তাবলী পালন দরপত্র গ্রহণের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও প্রয়োজনবোধে রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েব সাইটসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা যাইবে এবং দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনবোধে যেই এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেই এলাকার আঞ্চলিক সংবাদপত্রেও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(৫) দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারীর পর দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য সাধারণভাবে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় প্রদান করা হইবে, তবে ,প্রথম টেন্ডারের ক্ষেত্রে অন্তত ৬০ (ষাট) দিনের সময় প্রদান করা হইবে।

(৬) প্রথমবারের দরপত্র আহবানের পর গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না গেলে কমিশন দ্বিতীয়বার দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে এবং দ্বিতীয়বারেও যদি গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কমিশন সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারীকরণের জন্য অবসায়ন বা গোটানো বা লিকুইডেশন বা অন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিবে এবং তদসম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) কোন দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতাগণ কর্তৃক উদ্ধৃত বিক্রয় মূল্য কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইলে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের জন্য কমিশন কর্তৃক আহুত পুনঃদরপত্রে পূর্ববর্তী দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সংশিষ্ট দরদাতাগণ স্বেচ্ছায় তৎকর্তৃক প্রদত্ত পূর্বের দর বহাল রাখিতে অথবা দর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-প্রবিধি (৭) এর ক্ষেত্রে সংশিষ্ট দরদাতাগণ কর্তৃক নূতনভাবে আর দরপত্র দাখিল করিতে হইবে না, শুধুমাত্র এই বিষয়ে অভিপ্রায় ব্যক্তপূর্বক তাঁহাদের একটি লিখিত পত্র সংশিষ্ট দরপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র বাক্সে দাখিল করিলেই চলিবেঃ

Unregistered

তবে শর্ত থাকে যে, দরদাতাগণ কর্তৃক পূর্বে দাখিলকৃত দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উক্তরূপ বর্ধিত মূল্যের উপর ২.৫% আর্নেষ্টমানি দাখিলকৃত পত্রের সাথে সংযুক্ত করিবেন এবং যেইসব দরদাতা ইতোমধ্যে আর্নেষ্টমানি ফেরত নিয়াছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

(৯) দরপত্র দাখিলের সুযোগ অবাধ ও স্বচ্ছ করিবার লক্ষ্যে কমিশনের কার্যালয়ের বাহিরেও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে দরপত্র বাক্স স্থাপন করা যাইবে এবং যেই সকল স্থানে দরপত্র বাক্স স্থাপন করা হইবে তাহা সংশিষ্ট দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উলেখ করিতে হইবে।

(১০) দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে আগ্রহী ক্রেতাগণ কর্তৃক টেন্ডার ফরম, দরপত্রের শর্তাবলী ও অন্যান্য সংশিষ্ট কাগজপত্র কমিশনের কার্যালয় হইতে সংগ্রহের সময়-সীমা এবং দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়, দরপত্র খোলার সময় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর উলেখ থাকিবে।

(১১) দরপত্রের শর্তাবলীতে আগ্রহী ক্রেতাগণ কর্তৃক দরপত্র দাখিল ও প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের যাবতীয় তথ্য সুস্পষ্টভাবে উলেখ থাকিবে।

(১২) রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে সরেজমিনে দেখিয়া প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ও চলতি সম্পদের উপর ‘‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’’ ভিত্তিতে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(১৩) উপ-প্রবিধি (১২) অনুযায়ী কেবলমাত্র চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের জন্য টেন্ডারের পরে হস্তান্তর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ইহার চলতি সম্পদের যথা স্টক ও স্টোরস, কাঁচামাল,মজুদপণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন পণ্যের পরিবর্তন ক্রেতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদের মোট নির্ধারিত মূল্যের সহিত উদ্ধৃত মূল্যের অনুপাত অনুসারে এই সমন্বয় সাধিত হইবে।

(১৪) ক্ষেত্র বিশেষে, প্রয়োজনবোধে, বেসরকারীকরণের তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ অথবা প্রতিষ্ঠানের মেশিনারী বা জমি বা ইমারত বা অন্য কোন সম্পদ বা স্টক ও স্টোরস আলাদাভাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবান করা যাইবে কিংবা প্রতিষ্ঠানের জমি শিল্প-পার্ক স্থাপন বা অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(১৫) আগ্রহী দরদাতাগণকে বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর মূল্যায়ন প্রতিবেদন (যদি থাকে), এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইল ও অন্যান্য সংশিষ্ট কাগজপত্র দেখিবার এবং এই সকল বিষয় সম্পর্কে বিক্রিয়তব্য প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(১৬) আগ্রহী দরদাতাগণকে, বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে দেখিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(১৭) দরপত্রে দেশী বা বিদেশী আগ্রহী ব্যক্তি, সংস্থা, বা কোম্পানী অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কোন সমিতি থাকিলে উহাকেও ইহাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

Unregistered

অধ্যায় -৪

দরপত্র বাছাই, দরপ্রস্তাব গ্রহণের জন্য সুপারিশ এবং বিক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন

৮। **দরপত্র বাছাই কমিটি**।- টেন্ডারের মাধ্যমে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবানের পর প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বাছাই, বিশেষণ এবং গ্রহণযোগ্য দর প্রস্তাবের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনে একটি দরপত্র বাছাই কমিটি থাকিবে যাহা এই প্রবিধানের আওতায় বর্ণিত পদ্ধতিতে বেসরকারীকরণের জন্য টেন্ডার আহবানের পর প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বাছাই, বিশেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উহাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে বিক্রয়ের বিষয়ে অন্য কোন সুপারিশও প্রদান করিতে পারিবে।

৯। **দরপত্র বিশেষণের পদ্ধতি**।- (১) দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য উপ-প্রবিধি (২) হইতে (১২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে ঃ

(২) প্রথম দরপত্রে কমপক্ষে তিনটি বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলে সর্বোচ্চ দরদাতার প্রদত্ত দর স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন অপেক্ষা কম হইলেও উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইতে পারে ।

(৩) যদি প্রথম দরপত্রে তিনটির কম অর্থাৎ একটি বা দুইটি দরপত্র পাওয়া যায় এবং উহার বা উহাদের একটি দর স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়নের সমান বা অধিক হয়, তবে উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(৪) দ্বিতীয়বার দরপত্রে প্রাপ্ত দরপত্র বিবেচনাকালে কমপক্ষে তিনটি বৈধ দরপত্রের নিয়ম শিথিল করা যাইবে এবং সর্বোচ্চ প্রাপ্ত দর স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন হইতে কম হইলেও উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইবে এবং এই বিষয়ে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) দ্বিতীয়বার দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর প্রথমবারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরের তুলনায় কম হইলে সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের দরপত্রের সর্বোচ্চ দরদাতাকে প্রথমবারের দরপত্রে প্রদত্ত সর্বোচ্চ দরে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করা যাইবে এবং দ্বিতীয়বারের দরপত্রের সর্বোচ্চ দরদাতা উক্ত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠানটি ক্রয়ে সম্মত না হলে সেই ক্ষেত্রে প্রথমবারের দরপত্রের সর্বোচ্চ দরদাতাকে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে তাঁহার উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দরে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করা যাইবে।

(৬) অন্যান্য শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত দর গ্রহণ করা হইবে।

(৭) সাধারণভাবে দরদাতার সহিত বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা করা যাইবে না, তবে সর্বোচ্চ বা একমাত্র দরদাতা নিজ তাগিদে তাঁহার উদ্ধৃত মূল্য কমিশনের নিকট অধিকতর বিবেচনাযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য করিবার লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় দর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে তাঁহার প্রস্তাবকে একটি পরিপূরক প্রস্ৱাব হিসাবে বিবেচনা করা যাইবেএবং কমিশন সভায় তাঁহার দরবৃদ্ধির প্রস্তাব চূড়ান্ত করা যাইবে।

(৮) কোন প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য পর পর দুই বার দরপত্র আহবানের পরও যদি টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর প্রতিষ্ঠানের নির্ণীত মূল্যের ৫০% হইতে কম হয় তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে নির্ণীত মূল্য বিদ্যমান বাজার দর প্রতিফলন করিতেছে না। সেইক্ষেত্রে সরকারের বেসরকারীকরণ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দরপত্র বাছাই কমিটি উক্ত দর প্রস্তাবের সমগ্র বিষয় বিশেষণপূর্বক সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য সুপারিশ কমিশন সভায় উপস্থাপন করিতে পারিবে।

(৯) কোন প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী কোন দরপত্রে প্রাপ্ত দরের তুলনায় পরবর্তী সময়ে আহূত কোন দরপত্রে কম দর পাওয়া গেলে সেইক্ষেত্রেও পরবর্তী দরপত্রের প্রস্তাব, গুণাগুণ এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক দরপত্র বাছাই কমিটি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরে প্রতিষ্ঠানটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ উপস্থাপন করিতে পারিবে।

(১০) ইতোপূর্বে আহূত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর, সর্বশেষ আহূত সর্বোচ্চ দরপত্র হইতে অধিক থাকিলে উক্ত অধিক দরেই সর্বশেষ দরপত্রের সর্বোচ্চ দরদাতাকে অফার করা যাইবে।

(১১) দরপত্র বিশেষণের সময় দরপত্রে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতার কারণে দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হইলে কমিটি দরদাতার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ৱ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১২) বহুল প্রচারিত উম্মুক্ত টেন্ডারে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরকে বাজার দর বলিয়া গণ্য করা হইবে।

UnRegistered

১০। **দরপত্র বাছাই কমিটির সুপারিশ/প্রস্তাব কমিশন সভায় পেশ**।- প্রাপ্ত দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দরপত্র কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বা অন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কমিশন সভায় পেশ করা হইবে এবং দরপত্র কমিটির সুপারিশ বা অন্য কোন প্রস্তাবের বিষয়ে কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বা প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

১১। **ইচ্ছাপত্র (Letter of Intent) জারী**।- কমিশন কর্তৃক বিক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের পর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের প্রস্তাব অনুমোদনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয়ের ইচ্ছাপত্র (LOI) জারী করা হইবে এবং বিক্রয়ের ইচ্ছাপত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্য ও চলতি সম্পদের মূল্য পরিশোধের স্পষ্ট সময়সীমা উলেখ থাকিবে।

১২। **নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক ইনভেন্ট্রী প্রস্তুতকরণ**।- (১) বেসরকারীকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান তালিকাভূক্ত হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রাইভেটাইজেশন কমিশন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্পোরেশনকে প্রতিষ্ঠানটির একটি বাস্তবভিত্তিক ইনভেন্ট্রী প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধি (১) অনুসারে অনুরোধপ্রাপ্তির পরে নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠানটির একটি বাস্তবভিত্তিক ইনভেন্ট্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে যাহাতে বেসরকারীকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি সংশিষ্ট ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন রকম কালক্ষেপণ না হয় এবং চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের জন্য টেন্ডারের পরে হস্তান্তর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ইহার চলতি সম্পদ যথা- স্টক ও স্টোরস, কাঁচামাল, মজুদপণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন পণ্যের পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্তন মোট উদ্বৃত মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধি (২) এ বর্ণিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদের মোট নির্ধারিত মূল্যের সহিত উদ্বৃত মূল্যের অনুপাত অনুসারে এই সমন্বয় সাধিত হইবে।

১৩। **ইনভেন্ট্রী কমিটি**।- (১) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের উপর দরপত্র চাওয়া হইলে হস্তান্তর পূর্ববর্তী সময়ে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন, সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, ঋণদানকারী ব্যাংক ও ক্রেতার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ইনভেন্ট্রী কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ইনভেন্ট্রী প্রস্তুতপূর্বক চলতি সম্পদের মূল্য স্থির করা হইবে।

(২) উপ-প্রবিধি (১) উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রয়োজনবোধে ইনভেন্ট্রী কমিটির কর্মে সহায়তার জন্য সাব-কমিটি গঠন করা যাইবে। উভয় কমিটিরই সদস্য কো-অপ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

অধ্যায় - ৫

বেসরকারীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

১৪। বেসরকারীকরণের পদ্ধতিসমূহ।- সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে প্রবিধি ১৫ হইতে ২৬ এ বর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে ।

১৫। **দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়**।- বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য কমিশন দরপত্র আহবান করিবে এবং প্রথমবার দরপত্র আহবানের পর কোন গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না গেলে কমিশন দ্বিতীয়বার দরপত্র আহবান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি দ্বিতীয়বারেও গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কমিশন সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **শেয়ার বাজারে বিক্রয়** ঃ- (১) বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত ও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর সরকারী শেয়ারের সমগ্র অংশ বা ইহার অংশবিশেষ কমিশন সাধারণত স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(২) পাবলিক লিঃ কোম্পানীর সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিদ্যমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হইবে এবং বাজার মূল্য শেয়ারের অভিহিত মূল্য (face value)এর কম হইলেও বিদ্যমান বাজার মূল্যই গ্রহণযোগ্য মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে, তবে, এইরূপ বিক্রয় প্রক্রিয়া সরকারী সংস্থা যেমন আইসিবি কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য বা দালালী ফার্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাইবে।

(৩) কমিশন যদি মনে করে যে, কোম্পানীর সরকারী মলিকানাধীন সমস্ত শেয়ার বিক্রয় শেয়ার মার্কেটের সূচক ইত্যাদির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে, সেইক্ষেত্রে কমিশন শেয়ার বাজারের স্বার্থে সরকারী অংশের কিছু শেয়ার বিক্রয়ের পরিবর্তে সরকারের হাতে রাখিয়া দিতে পারিবে।

(৪) কমিশন, ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনবোধে The Securities & Exchange Ordinance, 1969 এর বিধান অনুযায়ী সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন সহকারে পাবলিক লিঃ কোম্পানীর সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করিতে পারিবে; তবে, ক্ষেত্র বিশেষে সরকারের নির্দেশক্রমে বা অনুমোদনক্রমে বিশেষ বা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে।

১৭। **স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিকট আংশিক শেয়ার হস্তান্তর**।- যেইক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত কোন কোম্পানী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে কমিশন সরকার কর্তৃক স্থিরিকৃত শর্তাবলী অনুযায়ী কোম্পানীর শেয়ারের একটি ক্ষুদ্র অংশ সংশিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

১৮। **প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর সরকারী শেয়ার বিক্রয়**।- সরকারী শেয়ারের সমগ্র অংশ বা ইহার অংশবিশেষ কোম্পানী আইন ও সংশিষ্ট কোম্পানীর সংঘবিধি অনুসারে বিক্রয়ের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

Unregistered

করিবে; তবে, সংশিষ্ট কোম্পানীর সংঘবিধি অনুসারে সরকারী শেয়ার বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে অত্র প্রবিধিতে বর্ণিত বা স্বীকৃত অন্য যেকোন পদ্ধতিতে কমিশন তাহা বিক্রয় করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **মিশ্র বিক্রয় পদ্ধতি**।- উপযুক্ত ক্ষেত্রে কমিশন বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের আংশিক শেয়ার টেন্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের সাথে সাথে বিক্রয়ের অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবে।

২০। **লোকসানী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা**।- (১) বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভূক্ত যেই সকল চালু লোকসানী প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য পর পর ২(দুই) বার দরপত্র আহবান করা সত্ত্বেও বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না সরকারের আর্থিক ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে কমিশন সেই সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে বা বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে অন্য কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধি (১) এ বিধান অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য স্থিরিকৃত বা টেন্ডারকৃত বা বিক্রয়ের জন্য বিবেচনাধীন কোন SOE সরকারের নির্দেশে জনস্বার্থে বা সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বা বিভাগের বা সংস্থার অনুরোধে বন্ধ করিবার জন্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তাহা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুরোধ পাইবার পর সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা উক্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া শ্রমিক কর্মচারীগণকে প্রচলিত নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানপূর্বক তাহাদিগকে দ্রুত অব্যাহতি প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধি (২) এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীগণকে প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থার আওতায় আর্থিক সুবিধাদি প্রদানপূর্বক তাঁহাদেরকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ চাহিয়া সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় হইতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইবে; অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বন্ধ করিয়া দেওয়া সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের কার্যক্রমও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক অব্যাহত রাখা হইবে।

২১। **কাঠামোবিন্যাস পদ্ধতি** ঃ- কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও প্রচুর ঋণের ভারে ন্যুব্জ এবং উহার নীট মূল্য নেতিবাচক, যেই কারণে দুইবার দরপত্র আহবান করা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া যায় নাই, সেই ক্ষেত্রে কমিশন প্রতিষ্ঠানটিকে নূতন কাঠামোবিন্যাসের মাধ্যমে বিক্রয় উপযোগী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে; এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের এই কাঠামোবিন্যাসকালে বর্তমানে বলবৎ আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হইবে।

২২। **ব্যবস্থাপনা চুক্তি** ।- (১) উপযুক্ত ক্ষেত্রে কমিশন বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তরের পরিবর্তে উহার ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরের লক্ষ্যে উম্মুক্ত দরপত্র আহবান করিতে পারিবে।

(২) যেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনের নিকট প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে যে, সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি অদক্ষভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে আছে অথবা প্রতিষ্ঠানটির তাৎক্ষণিক বেসরকারীকরণে বিশেষ বাধা আছে (আইনগত বাধাসহ, যাহা প্রথমে সমাধান করিতে হইবে) এবং যোগ্য ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক এবং পরিচালনার দিক হইতে সুষ্ঠু অবস্থায় দাঁড় করানো যাইবে, সেই ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যবস্থাপনার অধীন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) প্রাইভেটাইজশন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ব্যবস্থাপনা চুক্তি করা হইবে এবং যদি চুক্তির মেয়াদ শেষে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা চুক্তি সামগ্রিকভাবে সফল হইয়াছে এবং কমিশনের উদ্দেশ্য অর্জনে আরও কিছু সময় প্রদান করা যুক্তিসংগত, তাহা হইলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নূতন মেয়াদের জন্য এই চুক্তি নবায়ন করা যাইবে।

(৪) সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতা না থাকিলে কমিশন প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৫) বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিক-প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও ব্যবস্থাপনা চুক্তি হইতে পারিবে এবং ব্যবস্থাপনা চুক্তির কার্যক্রম চুড়ান্তকরণের পর সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা এই বিষয়ে সংশিষ্ট পক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবে।

২৩। **ইজারা প্রদান** ঃ ব্যবস্থাপনা চুক্তির বিকল্প হিসাবে কিন্তু একই মাপকাঠির ভিত্তিতে একই উদ্দেশ্যে অনুরূপ মেয়াদের জন্য কমিশন বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান অথবা উহার আংশিক সম্পদ ইজারা প্রদান করিতে পারিবে, ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের পর সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা এই বিষয়ে সংশিষ্ট পক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবে এবং ইজারা প্রদান ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে ইজারা প্রদানের পূর্বে সেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

Unregistered

২৪। **সরাসরি সম্পদ বিক্রয় বা অবসায়ন বা লিকুইডেশন বা গোটানো ঃ** (১) কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিদ্যমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভবপর না হইলে কিংবা উহার জন্য গ্রহণযোগ্য কোন উদ্যোগী ক্রেতা বা উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে কিংবা দুইবার বিক্রয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করিয়া বিক্রয়তব্য সংস্থার দায়-দেনা পরিশোধযোগ্য দাম না পাইলে সেইক্ষেত্রে কমিশন প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় বা হস্তান্তর সম্পাদনের জন্য বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১২) এ বর্ণিত উপযুক্ত পন্থা হিসাবে সরাসরি সম্পদ বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে মালিকানা, স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার হস্তান্তর যেমন- ইজারা, বন্দোবস্ত প্রদান বা অবসায়ন বা লিকুইডেশন বা গোটানো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং এই সম্পর্কে গৃহীত কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং গৃহীত ব্যবস্থা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধি (১) এ বর্ণিত বেসরকারীকরণের উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে অন্য কোন একটি পন্থা গ্রহণ করা হইলে কমিশন বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১৩) তে বর্ণিত বিধান অনুসারে সরকারকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধি (১) এ বর্ণিত পন্থায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সংশিষ্ট শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা এবং প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তরপূর্ব অন্যান্য চলতি দায়-দেনা যথা আয়কর, পৌরকর ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণ বাবদ প্রদেয় চার্জ বা কর ব্যতীত অন্যান্য সকল দায়-দেনা কোম্পানী আইন,১৯৯৪ এর লিকুইডেশনের আওতায় পাওনা পরিশোধের নিয়মানুযায়ী অথবা পাওনাদারদের প্রাপ্য অর্থের আনুপাতিক হারে পরিশোধ করা হইবে।

(৪) তদ্‌পরবর্তীতে কোন পাওনাদারের কোন প্রকার দায়দেনা বিক্রিত বা হস্তান্তরিত সংস্থার বিপরীতে থাকিবে না এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা ও প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তরপূর্ব অন্যান্য চলতি দায়দেনা যথা- আয়কর, পৌরকর ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণ বাবদ প্রদেয় চার্জ বা কর সরকার কর্তৃক গ্রহণ বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধি (১) এবং (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিক্রয়, অবসায়ন বা লিকুইডেশন বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কমিশন নিজে বা তৎকর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তা কর্তৃক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করিতে পারিবে এবং কমিশন বা কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তা কর্তৃক এই সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২৫) বাণিজ্যিকিকরণ **(Commercialization)** বা যৌথ-সংস্থাভুক্তকরণ **(Corporatization)**।- কোন কোন শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে বেসরকারীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে উহার আর্থিক, সাংগঠনিক, প্রশাসনিক কাঠামো কিংবা মূলধন ও দেনার পূনর্গঠন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে এইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষেত্র বিশেষে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও জনগুরুত্বপূর্ণ কোম্পানীসমূহকে বাণিজ্যিকিকরণ (Commercialization) বা যৌথ-সংস্থাভুক্তকরণ (Corporatization) এর কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই কাজে পরামর্শ, সুপারিশ ও সহযোগিতা গ্রহণ করিবার জন্য কমিশন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২৬) অন্যান্য পদ্ধতি ঃ উপরে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ সম্ভব না হইলে বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১এর উপ-ধারা (১২) অনুযায়ী কমিশন প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারীকরণের জন্য অন্য যেকোন উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রস্তুতপূর্বক কমিশন সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। হস্তান্তর দলিল বা চুক্তিপত্র সম্পাদন।- (১) ইচ্ছাপত্র জারীর পর ক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত প্রতিষ্ঠানের ডাউন-পেমেন্ট অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য ও সরকারের অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) পরিশোধের পর বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী সরকার বা কমিশন সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্রেতার সহিত প্রয়োজনীয় হস্তান্তর দলিল বা চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবে।

(২) কমিশনের সহিত সর্বোচ্চ দরদাতার আইনি জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি চালু থাকা অবস্থায় আদালত কর্তৃক হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কোনরূপ বাধা না থাকিলে কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে কালক্ষেপণ না করিয়া মিল হস্তান্তরের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই (আপীল সাপেক্ষে) চূড়ান্ত আইনি সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) সরকার বা কমিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতাকে চূড়ান্তভাবে মালিকানা দলিল (উপযুক্ত ক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে) করিয়া দেওয়ার পূর্বে হস্তান্তরিত মিলের বিএমআরইকরণের জন্য বা অন্য কোন কারণে অর্থ সংস্থানের জন্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানটি কোন ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখিতে পারিবে না।

Unregistered

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল ব্যাংকের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রি-স্ট্রাকচার্ড লোন বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ আছে সেই সকল ব্যাংকের নিকট এই শর্তে মিলের সম্পত্তি বন্ধক রাখা যাইবে যে, সম্পত্তির উপর কমিশন বা সরকারের প্রথম চার্জ থাকিবে এবং ক্রেতা কর্তৃক মূল্য বা দায়-দেনা পরিশোধে ব্যর্থতায় সরকার বা কমিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের দখল ফেরৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।

(৪) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল্য পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা মিল এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামোর অতিরিক্ত কোন জনকল্যানমূলক অবকাঠামো যেমন বিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, ইত্যাদি নূতন করিয়া স্থাপন করিতে পারিবে না।

অধ্যায়-৬

মূল্য পরিশোধ ও জমাদান পদ্ধতি

২৮। **আর্থিক ব্যবস্থাদি**।- (১) বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ প্রাথমিকভাবে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের হিসাবে জমা হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের সরকার কতৃক গৃহীতব্য দায়-দেনা পরিশোধের জন্য সরকার কর্তৃক অর্থ বিভাগ ও প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত আলোচনাক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) বিক্রয় কার্যক্রম চূড়ান্তভাবে সমাপ্তির পর বিক্রয়লব্ধ সমূদয় বা অবশিষ্ট অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করা হইবে।

(৩) দরপত্র খোলার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং টেন্ডারের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অকৃতকার্য দরদাতাদের আর্নেষ্টমানি ফেরত দেওয়া হইবে এবং ইচ্ছাপত্র প্রদানের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের জন্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) কমিশনের নিকট প্রতীয়মান যুক্তিগ্রাহ্য কারণে দরপত্র খোলার ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে উহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা না গেলে কিংবা ইচ্ছাপত্র প্রদানের ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা না গেলে কমিশন যুক্তিসংগতভাবে এই উভয় সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

২৯। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা সমিতির নিকট প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করা হইলে প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের সমুদয় পাওনা (যদি থাকে) প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে।

৩০। **প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত মূল্য**।- (১) আগ্রহী দরদাতাকে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদ 'যেখানে যেই অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে দরপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(২) দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫% এর সমপরিমাণ অর্থ টাকা অথবা অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় ঢাকা নগরীতে অবস্থিত সিডিউল ব্যাংকসমূহের যেকোন শাখায় নগদায়নযোগ্য প্রাইভেটাজেশন কমিশনের নামে ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার আর্নেষ্টমানি হিসাবে দরপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে এবং আর্নেষ্টমানি অন্য কোন পন্থায় গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে অকৃতকার্য দরদাতার আর্নেষ্টমানি ফেরতযোগ্য।

৩১। দরপত্রের মাধ্যমে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত মূল্য ।- (১) আগ্রহী দরদাতাকে কোম্পানীর বিক্রয়তব্য সরকারী মালিকানাধীন অংশ বা শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(২) দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ৩০% এ সমপরিমান অর্থ, টাকা অথবা অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত সিডিউল ব্যাংকসমূহের যেকোন শাখায় নগদায়নযোগ্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের নামে ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার আর্নেষ্টমানি হিসাবে দরপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে এবং আর্নেষ্টমানি অন্য কোন পন্থায় গ্রহণ অথবা সমন্বয় যোগ্য হইবে না তবে অকৃতকার্য দরপত্রদাতার আর্নেষ্টমানি ফেরতযোগ্য।

৩২। প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দায়দেনা সংক্রান্ত।- (১) সাধারণভাবে বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠানের কোন দায়-দেনাই ক্রেতা বহন করিবে না এবং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় চলতি ও দীর্ঘ-মেয়াদী দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বহন, মওকুফ বা অন্য কোনভাবে নিস্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) বিক্রয় প্রক্রিয়া চুড়ান্তকরণের পর্যায়েই কমিশন বা সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হইয়া যাবতীয় দায়-দেনা গ্রহণ বা মওকুফ বা অন্য কোনরূপভাবে নিস্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; তবে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা পরিশোধ বা মওকুফ বা অন্য কোনরূপভাবে নিস্পত্তি করিবার অপেক্ষায় বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠানটি দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ক্রেতার নিকট হস্তান্তরে কোন বাধা সৃষ্টি হইবে না।

Unregistered

(৩) সরকার কর্তৃক পরিশোধিতব্য দেনার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়বার টেন্ডারের পরও বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে অবসায়ন বা লিকুইডেশন প্রক্রিয়া গ্রহণপূর্বক বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রবিধি ২৪ এর উপ-প্রবিধি (৩) অনুসারে দায়-দেনা পরিশোধ করা হইবে এবং তৎপরবর্তীতে দায়-দেনা পরিশোধের বিষয়ে সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক উক্তরূপ ব্যবস্থা সম্পন্ন করিবার পূর্বেও সংশিষ্ট বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে সংশিষ্ট ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যাইবে।

(৪) বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা নিরূপণের ক্ষেত্রে শুধু আসলের অংক বিবেচনা করা হইবে এবং প্রমাণ সাপেক্ষে ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করা হইবে।

(৫) ঋণের আসলের উপর আরোপিত ও অনারোপিত সুদ দায়-দেনার হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে না এবং উক্তরূপ আরোপিত ও অনারোপিত সুদ মওকুফ বলিয়া গণ্য হইবে; তবে, ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি হইলে সেই ক্ষেত্রে আসলের অংক হ্রাসের বিষয়ও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(৬) প্রয়োজনবোধে রাষ্টায়ত্ব কোন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী দায়-দেনা আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্রেতা কর্তৃক গ্রহণের শর্তেও কমিশন দরপত্র আহবান করিতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশিষ্ট দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে ও দরপত্র শর্তাবলীতে ক্রেতা কর্তৃক গৃহীতব্য দায়-দেনা সংক্রান্ত শর্তাদি বিস্তারিতভাবে উলেখ থাকিতে হইবে এবং অনুরূপ দরপত্র আহবান করা হইলে পাটকল ও অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখে Restructured loan এবং ইহার উপর আরোপিত সুদের অপরিশোধিত অংশের দায়ভার ক্রেতা কর্তৃক বহন করিতে হইবে।

(৭) কোন প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা নির্ধারণের বিষয়ে কমিশন হইতে পত্র প্রাপ্তির পর সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনার আসল অংক, আরোপিত সুদ ও অনারোপিত সুদ ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ঋণ প্রদানকারী সংশিষ্ট ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ৭(সাত) দিনের মধ্যে কমিশনকে প্রেরণ করিবে।

(৮) হস্তান্তরপূর্ব সময়ের চলতি দায়-দেনা, যথা- শ্রমিক/কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা, আয়কর, পৌরকর, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃ প্রণালী, টেলিকম, ভূমি রাজস্ব এবং এবম্বিধ প্রদেয় চার্জ বা কর বিক্রেতা/ সরকার বহন করিবে।

(৯) যদি সরকার বা বিক্রেতা উক্ত চলতি দায়-দেনা বহন না করে তবে সেই বিষয়ে পাওনাদার ব্যাংক বা সংস্থা বা ব্যক্তি সরকারের সাথে যোগাযোগ করিবে এবং সেইজন্য ক্রেতাকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না।

৩৩। **কোম্পানীর সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দায়-দেনা সংক্রান্ত**।- (১) সরকারের কোয়াসী ইকুইটি লোন , দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, কর্পোরেশনের পাওনা (যদি থাকে), বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক , বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা অথবা অন্য কোন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাওনাদি শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বা মজুরী, চাকুরীর অন্যান্য সুবিধাদি এবং অন্যান্য দায় দেনাসহ অন্যান্য সকল জানা ও সুনির্দিষ্ট করা যায় এমন দায়দেনাসমূহ কোম্পানীর দায়-দেনা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং ব্যবসায়িক অন্যান্য দায়-দেনা নিয়ম ও শর্ত মোতাবেক পরিশোধ করা ছাড়াও সংশিষ্ট কোম্পানী সরকারের কোয়াসী ইকুইটি লোন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও কর্পোরেশনের পাওনা যথারীতি পরিশোধ করিবে।

৩৪। **প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি**।- (১) কমিশন কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র বা 'লেটার অব ইনটেন্ট' জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কৃতকার্য দরদাতাকে বিক্রয় মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) এর ৩২.৫% টাকা ডাউন-পেমেন্ট হিসাবে (অর্থাৎ ২.৫% আর্নেস্টমানিসহ ৩২.৫% + ২.৫% = ৩৫%) মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) ক্রেতা নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে ডাউন-পেমেন্ট হিসাবে ৩২.৫% মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি ডাউন-পেমেন্টের ২৫% অর্থ পরিশোধকরতঃ সংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণ প্রদর্শনপূর্বক সময় বর্ধিতকরণের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত কারণ চেয়ারম্যানের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি সর্বোচ্চ ৩০ দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং ডাউন-পেমেন্ট প্রদানের বর্ধিত সময়ে ডাউন-পেমেন্টের অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে পরিশোধেয় অর্থের উপর ৯% হারে সরল সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র বা 'লেটার অব ইনটেন্ট' জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা প্রযোজ্যক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা ডাউন-পেমেন্টের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইলে কমিশন দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) বাতিল এবং ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত আর্নেষ্টমানিসহ সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করিবে এবং ডাউন-পেমেন্ট পরিশোধের পর কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কমিশন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্রেতা প্রয়োজনীয় হস্তান্তর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি

UnRegistered

গ্রহণে অসমর্থ হইলে অথবা দরপত্রের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রেও কমিশন ক্রেতার অনুকূলে জারীকৃত ইচ্ছাপত্র (LOI) বাতিল করাসহ ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত আর্নেষ্টমানি ও অন্যান্য সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(৪) বিক্রয় মূল্যের (উদ্ধৃত মূল্য) বাকী ৬৫% টাকা বিক্রয় চুক্তির তারিখ হইতে (অপরিশোধিত বিক্রয় মূল্যের উপর) বাৎসরিক ৯% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ (ত্রৈমাসিক সুদ আরোপের ভিত্তিতে) ষান্মাসিক ৬ (ছয়) টি কিস্তিতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন হইতে সংগৃহীত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ক্রেতাকে শর্তবিহীন ব্যাংক গ্যারান্টি (Irrevocable Bank Guarantee without recourse) প্রদান করিতে হইবে, এক্ষেত্রে ক্রেতা কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে ঐ কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ (সুদসহ) ব্যাংক গ্যারান্টি হইতে নগদায়ন করা হইবে; তবে ক্রেতা পর পর দুইটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে ক্রেতার নিকট প্রাপ্য সমুদয় বিক্রয় মূল্য (সুদসহ) প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের মাধ্যমে আদায় করা হইবে ।

(৫) ক্রেতা ইচ্ছাপত্র জারীর ৩০ দিনের মধ্যে মোট মূল্যের (উদ্ধৃত মূল্য) ৭৫% পরিশোধ করিলে মোট মূল্যের (উদ্ধৃত মূল্য) উপর ১৫% রিবেট পাইবেন এবং ক্রেতা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) পরিশোধ করিলে মোট মূল্যের (উদ্ধৃত মূল্য) উপর ২০% রিবেট পাইবেন এবং যুক্তিসংগত কারণে কমিশনের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এই সময়সীমা আরো ৩০(ত্রিশ) দিন পর্যন্ত রিবেট সুবিধাসহ বর্ধিত করিতে পারিবেন, তবে বর্ধিত সময়ের জন্য পরিশোধেয় অর্থের উপরে ৯% হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মূল্য অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিলে সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে অতিরিক্ত ৫% রিবেট প্রদান করা হইবে।

(৭) যদি ক্রেতা রাষ্ট্রায়ত্ব কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে ক্ষতিপূরণ বন্ড (কমপেনসেশন বন্ড) এর অধিকারী হন তবে জামানত ও ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত উক্ত বন্ডের মূল্য প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় মূল্যের সহিত সমন্বয় করিতে পারিবেন।

(৮) প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরযোগ্য জমির পরিমান টেন্ডার ও এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইলে উলিখিত জমি হইতে কম বা বেশি হইলে উদ্ধৃত মূল্যের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে জমির মূল্য কম বা বেশী করা হইবে।

(৯) যদি টেন্ডারে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত সমিতি অংশগ্রহণ করে এবং উলিখিত সমিতির নিকট প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা হইলে বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের সমস্ত পাওনা ও দেনা প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় মূল্যের সহিত সমন্বয় করা যাইবে; তবে আর্নেষ্টমানি হিসাবে দরপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় ডিমান্ড ড্রাফট বা পে-অর্ডার যথারীতি সংযুক্ত করিতে হইবে এবং কোনক্রমেই আর্নেষ্টমানি অন্য কোন পন্থায় সমন্বয় করা যাইবে না ।

৩৫। **কোম্পানীর সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি**।- ক্রেতাকে দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত মূল্যের ৩০% আর্নেষ্টমানি প্রদান করিতে হইবে, অতঃপর, কমিশন কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র বা 'লেটার অফ ইনটেন্ট ' জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয় মুল্যের অবশিষ্ট ৭০% টাকা এককালীন নগদ অর্থে পরিশোধ করিতে হইবে; তবে, উলিখিত সময়সীমার মধ্যে টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত প্রদত্ত আর্নেষ্টমানি কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বাজেয়াপ্ত হইবে এবং শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে কোন প্রকার রিবেট প্রদান করা হইবে না এবং সংশিষ্ট কোম্পানীর কোন দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করিবে না।

অধ্যায়-৭

বিশেষ বিধানাবলী

৩৬। **বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের ভূমির ব্যবহার**।- বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত জমি বা ইহার অংশবিশেষ যেকোন শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা যাইবে; তবে বেসরকারীকরণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে Real Estate বা বাণিজ্যিক অথবা আবাসিক পট তৈরী বা বিক্রয় করা যাইবে না।

৩৭। **মামলার দায়-দায়িত্ব**।- চলতি দায়-দেনার বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে বিচারাধীন মামলাসহ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর হইলে উক্ত মামলার দায়-দায়িত্ব ও খরচ ক্রেতার উপর বর্তাইবে।

৩৮। **কার্যকরতা**।- বেসরকারীকরণ প্রবিধানমালা, ২০০৭ সরকারী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে কার্যকর হইবে। তবে বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ প্রণীত হইবার পর হইতে এই প্রবিধানমালা প্রণয়নের মধ্যবর্তী সময়কালে বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সুনির্দিষ্ট অন্যবিধ কোন ব্যবস্থাবলী গৃহীত না হইয়া থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় বিবৃত ধারাগুলিকে সংশিষ্ট বিষয়ে সরকারের অভিপ্রায় হিসাবে জ্ঞান করা হইবে।

Unregistered

UnRegistered

তফসীল-১

{প্রবিধি ২(চ) দ্রষ্টব্য}

দরপত্র ফরম ক

প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের টেন্ডার শর্তাবলী

{প্রবিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য}

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন

পরিবহন পুল ভবন (৯ম ও ১০ম তলা)

সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পাবলিক নোটিশ নং---
তারিখ-----------------------------------বঙ্গাব্দ,--------------------------------------- খ্রিষ্টাব্দ এর প্রেক্ষিতে
শিল্প প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের দরপত্রের শর্তাবলী।

১.০। টেন্ডার ঃ

১.১ নির্দিষ্ট ফরমে তিন কপি টেন্ডার (মূল কপিসহ আরো দুই কপি) দাখিল করিতে হইবে। সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, পরিবহন পুল ভবন (৯ম ও ১০ম তলা), সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০ এর নিকট হইতে নগদ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অথবা বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের নিকট হইতে নগদ ১০০/- (একশত) মার্কিন ডলার অথবা ৭০/- (সত্তর) বৃটিশ পাউন্ড (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ করিয়া রশিদ গ্রহণের মাধ্যমে টেন্ডার ফরম সংগ্রহ করিতে হইবে এবং উক্ত রশিদ টেন্ডারের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

১.২ প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কার্যালয়, পরিবহন পুল ভবন (৯ম ও ১০ম তলা), সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০ এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)এর কার্যালয়, ফেডারেশন ভবন, ৬০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০ -এ রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে টেন্ডার ফেলিতে হইবে। তবে টেন্ডারদাতা নিজ দায়িত্বে সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন বরাবরে ডাকযোগেও টেন্ডার প্রেরণ করিতে পারিবেন। ডাকযোগে প্রেরিত টেন্ডার যদি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পূর্বে পৌছে তবে তাহা টেন্ডার বাক্সে ফেলা হইবে । যদি যথাসময়ে টেন্ডার না পৌছে তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

১.৩ টেন্ডারদাতাকে সীল-মোহরযুক্ত খামের উপর নিম্নলিখিত তথ্য স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে :

ক) খামের উপরাংশে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রয়ের জন্য দরপত্র প্রদান করা হইল উহার নাম ও ঠিকানা।
খ) খামের বাম পার্শ্বে টেন্ডারদাতার নাম ও ঠিকানা।

১.৪ ---------------------------------- খ্রিঃ তারিখ অফিস সময়ের পর কোন টেন্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে না।

১.৫ ---------------------------------- খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার পর কোন টেন্ডার গ্রহণ করা হইবে না।

১.৬ ---------------------------------- খ্রিঃ তারিখ বেলা ১:৩০ ঘটিকায় টেন্ডারদাতা অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) টেন্ডার বাক্স ও টেন্ডার খোলা হইবে।

২.০। জামানতের টাকা (আর্নেষ্টমানি) ঃ

২.১ দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫% এর সমান টাকা অথবা মার্কিন ডলার ঢাকা নগরীতে অবস্থিত সিডিউল ব্যাংকসমূহের যেকোন শাখায় নগদায়ণযোগ্য ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার আর্নেষ্টমানি হিসাবে দরপত্রের সহিত সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের নামে (হিসাব নং-এসটিডি-০০৪০০১৪৮৭, জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গনি রোড শাখা, ঢাকা) সংযুক্ত করিতে হইবে। আর্নেষ্টমানি অন্য কোন পন্থায় গ্রহণ করা হইবে না ।

২.২ দরপত্র খোলার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। বিশেষ কোন কারণে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর না হইলে কমিশন এই সময়সীমা যুক্তিসংগতভাবে বর্ধিত করিতে পারিবে। সর্বোচ্চ দরদাতার এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিবেচনাধীন দরদাতার প্রদত্ত আর্নেষ্টমানি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত রাখিয়া দিয়া বাকী দরদাতাদের আর্নেষ্টমানি ফেরত দেওয়া হইবে।

৩.০। সহায়ক নির্দেশাবলী ঃ

৩.১ টেন্ডার ফরমের সহিত প্রদত্ত এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইলে উলিখিত প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ, দায়-দেনার বিবরণ ও অন্যান্য প্রাসংগিক বর্ণনা উলেখ থাকিবে ।

UnRegistered

৩.২ আগ্রহী ক্রেতাগণকে এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইল, পরিসম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণ এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পর্কে কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনার সম্ভাব্য সকল সুযোগ- সুবিধা দেওয়া হইবে। ইহাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে দেখার সুযোগও প্রদান করা হইবে।

৪.০। উদ্ধৃত মূল্য ঃ

৪.১ আগ্রহী দরদাতাকে প্রতিষ্ঠানের সকল স্থায়ী ও চলতি দৃশ্যমান (Tangible) সম্পদের উপর 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে একত্রে দরপত্র প্রদান করিতে হইবে। তবে খাতক, অগ্রিম, ডিপোজিট, প্রি-পেমেন্টস ইত্যাদি দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের অন্তর্ভূক্ত হইবে না। এইসব খাতের অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের অতিরিক্ত হিসাবে বুক ভ্যালুতে ক্রেতা কর্তৃক প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে জমা দিতে হইবে।

৪.২ শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে বিক্রয় কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের পর ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী ও চলতি সম্পদ যথা- স্টক ও স্টোরস্, কাঁচামাল, মজুদপণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন পণ্যের পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্তন হইলে তাহা ক্রেতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের সহিত আনুপাতিক হারে সমন্বয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দৃশ্যমান (Tangible) সম্পদের মোট নির্ণীত মূল্যের সহিত দরদাতার উদ্ধৃত মূল্যের অনুপাত অনুসারে এই সমন্বয় সাধন করা হইবে।

৪.৩ উপরোক্ত ৪.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমন্বয়কালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যেইসব চলতি সম্পদের ব্যবহার উপযোগিতা থাকিবে না অথবা যেইসব পঁচনশীল পণ্য অথবা ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেইগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে এবং যেইসব খুচরা যন্ত্রাংশের মূল মেশিনারীজ থাকিবে না সেইসব পণ্যের মূল্যও আনুপাতিক হারে মোট উদ্ধৃত মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

৫.০। দায়-দেনা সম্পর্কে ঃ

৫.১ বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠানের কোন দায়-দেনা তা দীর্ঘমেয়াদী হোক, পাটকল ও অন্যান্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে রি-ষ্ট্রাকচার্ড লোন হোক এবং স্বল্প-মেয়াদী বা চলতি দায়-দেনা হোক তাহা ক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হইবে না। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা, পাটকল ও অন্যান্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে রি-ষ্ট্রাকচার্ড লোন এবং স্বল্প-মেয়াদী বা চলতি দায়-দেনা -এর বিষয়ে সরকার নিজে দায়ভার গ্রহণ অথবা মওকুফ অথবা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সম্মতি সাপেক্ষে অন্য কোন প্রকারে নিস্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫.২ হস্তান্তর-পূর্ব সময়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা, আয়কর, পৌরকর, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃপ্রণালী, টেলিকম, ভূমি রাজস্ব এবং এবম্বিধ প্রদেয় চার্জ বা কর সরকার/ বিক্রেতা বহন করিবে।

৬.০। মূল্য পরিশোধ পদ্ধতিঃ

৬.১ কমিশন কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র বা 'লেটার অব ইনটেন্ট' জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কৃতকার্য টেন্ডারদাতাকে বিক্রয় মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) এর ৩২.৫% ডাউন-পেমেন্ট হিসাবে (অর্থাৎ ২.৫% আর্নেষ্টমানিসহ ৩২.৫% + ২.৫% =৩৫%) পরিশোধ করিতে হইবে।

৬.২ ক্রেতা নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে ডাউন-পেমেন্ট হিসাবে ৩২.৫% মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি ডাউন পেমেন্টের ২৫% অর্থ পরিশোধকরত সংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণ প্রদর্শনপূর্বক সময় বর্ধিতকরণের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তাঁহার প্রদর্শিত কারণসমূহ চেয়ারম্যানের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি সর্বোচ্চ ৩০ দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন। ডাউন পেমেন্ট প্রদানের বর্ধিত সময়ে ডাউন পেমেন্টের অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে পরিশোধেয় অর্থের উপর ৯% সরল সুদ প্রদান করিতে হইবে।

৬.৩ কমিশন কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র বা 'লেটার অব ইনটেন্ট' জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা প্রযোজ্যক্ষেত্রে কমিশন কতৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা ডাউন পেমেন্টের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইলে কমিশন দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) বাতিল এবং ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত আর্নেষ্টমানিসহ সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করিবে।

৬.৪ বিক্রয় মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) এর বাকি ৬৫% বিক্রয় চুক্তির তারিখ হইতে (অপরিশোধিত বিক্রয় মূল্যের উপর) বাৎসরিক ৯% চক্রবৃদ্ধি সুদসহ (ত্রৈমাসিক সুদ আরোপের ভিত্তিতে) ষান্মাসিক ৬ (ছয়) টি কিস্তিতে ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ক্রেতাকে শর্তবিহীন ব্যাংক গারান্টি (Irrevocable Bank Guarantee without recourse) প্রদান করিতে হইবে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশন হইতে সংগৃহীত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে। ক্রেতা পর পর দুইটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি সম্পূর্ণ নগদায়ন করা হইবে।

৬.৫ ক্রেতা ইচ্ছাপত্র জারীর ৩০ দিনের মধ্যে মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) এর ৭৫% পরিশোধ করিলে মোট মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) এর উপর ১৫% রিবেট পাইবেন এবং ক্রেতা উক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) পরিশোধ

UnRegistered

করিলে মোট মূল্য (উদ্ধৃত মূল্য) এর উপর ২০% রিবেট পাইবেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের জন্য ৩০(ত্রিশ) দিনের নির্ধারিত সময়সীমা চেয়ারম্যান কর্তৃক ৬.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্ধিত করা হইলে উক্ত বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে এককালীন মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রেও একই হারে সুবিধা প্রদান করা হইবে।

৬.৬ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মূল্য অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিলে সেইক্ষেত্রেও তাঁহাকে অতিরিক্ত ৫% রিবেট প্রদান করা হইবে।

৬.৭ প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত প্রাপ্য অর্থ প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এর এস,টি,ডি হিসাব নং (হিসাব নং-এসটিডি-০০৪০০১৪৮৭, জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গনি রোড শাখা, ঢাকা) এ জমা দিতে হইবে।

৬.৮ যদি ক্রেতা রাষ্ট্রায়ত্ব কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার বলে ক্ষতিপূরণ বন্ড (কমপেনসেশন বন্ড) এর অধিকারী হন তবে জামানত ও ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত উক্ত বন্ডের মূল্য প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় মূল্যের সংগে সমন্বয় করিতে পারিবেন।

৭.০। হস্তান্তর পদ্ধতি ঃ

৭.১ বিক্রয়তব্য প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকিলে সেইক্ষেত্রে ক্রেতা ডাউন-পেমেন্ট প্রদান বা একত্রে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পর সরকার দ্রুত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীগণকে প্রাপ্য পাওনাদি পরিশোধপূর্বক অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। শ্রমিক-কর্মচারীগণকে অব্যাহতি প্রদানের পর প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হইবে।

৭.২ লেটার অব ইনটেন্ট (বিক্রয়ের ইচ্ছাপত্র) জারীর পর ক্রেতা কর্তৃক ডাউন-পেমেন্ট অথবা প্রযোজ্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য ও সরকারের অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) পরিশোধের বিষয়ে টেন্ডার শর্তানুযায়ী ক্রেতা কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর সম্পর্কিত বিশদ শর্তাবলীসম্বলিত বিক্রয় চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে।

৭.৩ ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় বিক্রয় মূল্য ও সরকারের অন্যান্য পাওনা পরিশোধিত হওয়ার পর চূড়ান্ত হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হইবে। চূড়ান্ত হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের ও রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ফি ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় ব্যয় ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

৭.৪ বিক্রয়কৃত প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ জমি বা ইহার অংশবিশেষ যেকোন শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা যাইবে।

৮.০। বিবিধ ঃ

৮.১ চূড়ান্ত বিক্রয় দলিল সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা অবস্থায় ক্রেতা সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয় অথবা অন্য কোন উপায়ে উহার পরিসম্পদ হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক (Mortgage) রাখিতে পারিবেন না। বিক্রয় মূল্য সম্পূর্ণভাবে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানটির সকল সম্পদ ভাল অবস্থায় রাখিবেন এবং নিজস্ব খরচে নিয়মিত উহার মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৮.২ কৃতকার্য টেন্ডারদাতা বিক্রয় চুক্তিনামা / হস্তান্তর চুক্তিনামা সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ।

৮.৩ সরকার বা প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন টেন্ডার গ্রহণ অথবা বাতিল করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে সরকার বা কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকলের উপর বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

৮.৪ বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত জমি বা ইহার অংশবিশেষ যেকোন শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা যাইবে। বেসরকারীকরণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে Real Estate / বাণিজ্যিক অথবা আবাসিক প্লট তৈরী বা বিক্রয় করা যাইবে না।

৮.৫ চলতি দায়-দেনার বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে বিচারাধীন মামলাসহ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর হইলে উক্ত মামলার দায়-দায়িত্ব ও খরচ ক্রেতার উপর বর্তাইবে।

৯.০। উপরোক্ত শর্তসমূহের বরখেলাপ অথবা উহা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে সরকার বা কমিশন নিম্নবর্ণিত শাস্তিমূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

(ক) দরপত্র বাতিল করা ;
(খ) দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) বাতিল করা ;
(গ) আর্নেষ্টমানি এবং পরিশোধিত অন্যান্য অর্থ বাজেয়াপ্ত করা ;

UnRegistered

(ঘ) প্রতিষ্ঠানটির দখল পুনঃ ফেরত নেওয়া;

(ঙ) বর্তমানে বলবৎ আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে অন্য যেকোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা ।

১০.০। প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা বিক্রয়চুক্তির কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে সরকার বা কমিশন প্রতিষ্ঠানটির দখল ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে বর্তমানে বলবৎ আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক বা অন্যবিধ ব্যবস্হা গ্রহণ করিতে পারিবে । এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে ।

১১.০। এই দরপত্রের শর্তাবলীর কোন রকম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে । শর্তাবলী পালনে কোন অচল অবস্হার সৃষ্টি হইলে কিংবা সরকার পক্ষের/ বিক্রেতার পক্ষের দিক হইতে কোন শর্ত পালনে অপারগতা থাকিলে, সমস্যার নিরসনকল্পে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে ।

১২.০। দরপত্রদাতাকে এই টেন্ডার শর্তের এবং তাঁহাকে প্রদত্ত এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইলের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরপূর্বক তাহা টেন্ডার ফরমের সংগে সংযুক্ত করিতে হইবে ।

১৩.০। টেন্ডার শর্তের কোন পরিবর্তন, সংশোধন অথবা সংযোজন হইলে সংশিষ্ট সকলকে অবহিত করা হইবে ।

UnRegistered

(খ) কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের টেন্ডার শর্তাবলী ।

দরপত্র ফরম - খ
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের টেন্ডার শর্তাবলী ঃ
{প্রবিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য}
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাইভেটাইজেশন কমিশন
পরিবহন পুল ভবন (৯ম ও ১০ম তলা)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পাবলিক নোটিশ নং---
তারিখ -------------------------বঙ্গাব্দ-------------------------------------খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক -----------------
এর------------------সংখ্যক শেয়ার (--------%) বিক্রয়ের জন্য দরপত্রের শর্তাবলী ঃ

১.০। টেন্ডারঃ

১.১। নির্দিষ্ট ফরমে তিন কপি টেন্ডার (মূল কপিসহ আরো দুই কপি) দাখিল করিতে হইবে । সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পরিবহন পুল ভবন (৯ম ও ১০ম তলা), সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০, এর নিকট হইতে নগত ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অথবা বিদেশে অবস্হিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের নিকট হইতে নগদ ১০০/- (একশত) মার্কিন ডলার অথবা ৭০/- (সত্তর) বৃটিশ পাউন্ড (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ করিয়া রশিদ গ্রহণের মাধ্যমে টেন্ডার ফরম সংগ্রহ করিতে হইবে এবং উক্ত রশিদ টেন্ডারের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে ।

১.২। প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পরিবহন পুল ভবন (৯ম ও ১০ম তলা), সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০ এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর কার্যালয়, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এ রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে টেন্ডার ফেলিতে হইবে । তবে টেন্ডারদাতা নিজ দায়িত্বে সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের বরাবরে ডাকযোগেও টেন্ডার প্রেরণ করিতে পারিবেন। ডাকযোগে প্রেরিত টেন্ডার যদি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পূর্বে পৌঁছে তবে তাহা টেন্ডার বাক্সে ফেলা হইবে । যদি যথাসময়ে টেন্ডার না পৌঁছে তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে না ।

১.৩। টেন্ডারদাতাকে সীল-মোহরযুক্ত খামের উপর নিম্নলিখিত তথ্য লাল কালিতে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে ঃ-

(ক) খামের উপরাংশে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরপত্র প্রদান করা হইল উহার নাম ও ঠিকানা ।
(খ) খামের বাম পার্শ্বে টেন্ডারদাতার নাম ও ঠিকানা ।

১.৪। ----------------------খ্রিঃ তারিখ অফিস সময়ের পর কোন টেন্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে না ।

১.৫। -------------------খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার পর কোন টেন্ডার গ্রহণ করা হইবে না ।

১.৬। -------------------খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় টেন্ডারদাতা অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের সম্মূখে (যদি কেহ উপস্হিত থাকেন) টেন্ডার বাক্স ও টেন্ডার খোলা হইবে ।

২.০। জামানতের টাকা (আর্নেষ্টমানি)ঃ

২.১। দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্যের ৩০% এর সমপরিমান অর্থ, টাকা অথবা মার্কিন ডলারে ঢাকা মহানগরীতে অবস্হিত সিডিউল ব্যাংকসমূহের যে কোন শাখায় নগদায়নযোগ্য সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের নামে (হিসাব নং-এসটিডি-০০৪০০১৪৮৭, জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গনি রোড শাখা, ঢাকা) ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার আর্নেষ্টমানি হিসাবে দরপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। অন্যকোন পন্হায় প্রদত্ত কোন আর্নেষ্টমানি গ্রহণ করা হইবে না । অকৃতকার্য দরপত্রদাতার আর্নেষ্টমানি ফেরতযোগ্য ।

২.২। দরপত্র খোলার ৯০ নব্বই দিনের মধ্যে উহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। বিশেষ কোন কারণে ৯০ নব্বই দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর না হইলে কমিশন এ সময়সীমা যুক্তিসংগতভাবে বর্ধিত করিতে পারিবে। সর্বোচ্চ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্হান অধিকারীদের জামানতের টাকা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত রাখিয়া দিয়া বাকী দরদাতাদের জামানতের টাকা দরপত্র খোলার পর ফেরত দেওয়া হইবে ।

৩.০। সহায়ক নির্দেশাবলী ঃ

৩.১। টেন্ডার ফরমের সহিত প্রদত্ত এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইল প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানীর পরিসম্পদ ও দায়-দেনা সম্পর্কে একটি নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হইবে ।

Unregistered

৩.২। আগ্রহী ক্রেতাগণকে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন (যদি থাকে), এন্টারপ্রাইজ প্রোফাইল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দেখার এবং এই সকল বিষয় সম্পর্কে কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে ।

৩.৩। আগ্রহী ক্রেতাগণকে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, বিক্রিতব্য শেয়ার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী সরেজমিন দেখিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে ।

৪.০। উদ্ধৃত মূল্য ঃ

৪.১। সরকার/কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন--------------------অংশের প্রতিটি -------------টাকা অভিহিত মূল্যের- ----------------টি শেয়ারের মধ্যে-----------% বা --------টি শেয়ার একত্রে (এনবক) ক্রয়ের জন্য টেন্ডারদাতাকে দরপত্র প্রদান করিতে হইবে ।

৫.০। দায়দেনা ঃ

৫.১। সরকারের কোয়াসী-ইকুয়িটি লোন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, কর্পোরেশনের পাওনা (যদি থাকে), বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্হা অথবা অন্য কোন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাওনাদি শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন / মজুরি, চাকুরীর অন্যান্য সুবিধাদি এবং অন্যান্য দায়-দেনাসহ অন্যান্য সকল জানা ও সুনির্দিষ্ট করা যায় এমন দায়-দেনাসমূহ কোম্পানীর দায়দেনা হিসাবে গণ্য করা হইবে । ব্যবসায়িক অন্যান্য দায়-দেনা নিয়ম ও শর্ত মোতাবেক পরিশোধ করা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কোম্পানী সরকারের কোয়াসী-ইকুয়িটি লোন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও কর্পোরেশনের পাওনা যথারীতি পরিশোধ করিবে ।

৫.২। কোম্পানীর নিকট সরকারের কোয়াসী-ইকুইটি লোন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও কর্পোরেশনের চলতি হিসাব খাতে পাওনাদির দায়-দায়িত্ব কোম্পানীকেই বহন করিতে হইবে ।

৬.০। মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

৬.১। কমিশন কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র বা 'লেটার অব ইনটেন্ট' জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কৃতকার্য টেন্ডারদাতাকে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭০% টাকা এককালীন নগদ অর্থে পরিশোধ করিতে হইবে । উলিখিত সময় সীমার মধ্যে টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে দাখিলকৃত দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত প্রদত্ত জামানতের টাকা (আর্নেষ্টমানি) কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বাজেয়াপ্ত হইবে । শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে কোন প্রকার রিবেট প্রদান করা হইবে না এবং সংশিষ্ট কোম্পানীর কোন দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করিবে না ।

৬.২। বিক্রয়মূল্যের টাকা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত (হিসাব নং-এসটিডি- ০০৪০০১৪৮৭, জনতা ব্যাংক, নবাব আব্দুল গনি রোড শাখা, ঢাকা) এ জমা দিতে হইবে ।

৭.০। চুক্তি ঃ

৭.১। প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কিত বিশদ শর্তাবলীসম্বলিত চুক্তিনামা বিক্রিত শেয়ার হস্তান্তরের পূর্বে সম্পাদিত হইবে ।

৭.২। কৃতকার্য টেন্ডারদাতার সাথে শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কিত উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত কৃতকার্য টেন্ডারদাতা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ।

৮.০। বিবিধঃ

৮.১। উপরোক্ত শর্তসমূহ বরখেলাপ অথবা উহা হইতে বিচ্যুত হইলে সরকার বা কমিশন নিম্নবর্ণিত ব্যবস্হা গ্রহণ করিতে পারিবে :-

(ক) দরপত্র বাতিল করা;
(খ) দরপত্র গ্রহণের ইচ্ছাপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) বাতিল করা;
(গ) দরপত্রদাতার পরিশোধিত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা ;
(ঘ) বর্তমানে বলবৎ আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে অন্য যেকোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা।

৮.২। এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী/কর্মকর্তা সমিতি টেন্ডারের সকল শর্তাবলী গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত ফরমে দরপত্র প্রদান করিয়া টেন্ডারে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন ।

৮.৩। সরকার/কমিশন কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন টেন্ডার গ্রহণ অথবা বাতিল করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকলের উপর বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

UnRegistered

৮.৪। এই দরপত্রের শর্তাবলীর কোন রকম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে । শর্তাবলী পালনে কোন অচল অবস্হার সৃষ্টি হইলে কিংবা সরকার পক্ষের/ বিক্রেতার পক্ষের দিক হইতে কোন শর্ত পালনে অপারগতা থাকিলে, সমস্যার নিরসনকল্পে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে ।

৮.৫। দরপত্রদাতাকে এই টেন্ডার শর্তের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরপূর্বক তাহা টেন্ডার ফরমের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৮.৬। টেন্ডার শর্তের কোন পরিবর্তন, সংশোধন, অথবা সংযোজন হইলে সংশিষ্ট সকলকে অবহিত করা হইবে।

UnRegistered

তফসীল-২
{প্রবিধি ২(চ) দ্রষ্টব্য}

ব্যাংক গ্যারান্টির ফরম

{প্রবিধি ৩৪(৪) দ্রষ্টব্য}

প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত মূল্যের ৬৫% অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি

Bank Guarantee Format
For the Balance 65% of sale proceeds
(Under clause 6.4 of the tender conditions)

Date:

The Chairman
Privatization Commission
Chief Advisor's Office
Paribahan Pool Bhaban(8th & 9th Floor)
Secretariat Link Road, Dhaka-1000.

Sub: <u>Irrevocable Bank Guarantee without recourse</u>

Ref.. Bank Guarantee No…...............................dated…..........................for Taka…..............................(in words and figure)…............................... on account of…......................(Name of the buyer)…...........

1. Whereas the Privatization Commission has floated international tender No---------dated-------- for the sale of -------------.(name of the Industrial or Commercial Establishment)----------.

15. And whereas----(name of the buyer)------------ has participated in the bid and become the highest bidder by quoting Tk.-------------(in works and figure)--------as the price of the Establishment.

3. And whereas the Government has accepted the proposal of ----------(Name of the buyer)---------------and issued the Letter of Intent (LOI) for sale of the industry to ----------------(Name of the buyer) -------------------------and they/he/it has deposited 35% of the sale proceeds as down payment.

4. And whereas in accordance with the tender conditions, the Government has agreed to allow payment of the price of the balance 65% sale proceeds in six half-yearly installments with 9% compound rate of interest per annum provided that an irrevocable Bank Guarantee is furnished.

5. Now in consideration of the privilege mentioned in the paragraph hereinabove we the -----------(Name and address of the bank) ---------------do hereby guarantee payment of Tk--------------------(in words and figure)-----------only to the Privatization Commission which ------------------(Name of the buyer)----------is/are required to pay as being the balance 65% of the sale proceeds of the aforementioned Establishment in 6 (six) half-yearly installments (payment at the end of each six months) within 3 (three) years including 9% compound rate of interest per annum (calculable quarterly) .

6. We the -------------(Name and Address of the bank)-------------do hereby undertake, bind and oblige ourselves and our respective successors-in –interest and assign that if the buyer --------(name of the buyer) -----fails to pay any installment within the stipulated time mentioned in clause 6.4 of the tender conditions, the Privatization Commission shall have the right vested in it to immediately encash the Bank Guarantee to the extend of the installment with interest.

7. We--------(Name and address of the bank)---------do further firmly undertake that if the buyer fails to pay two consecutive installments, the Commission shall be entitled to encash the whole Bank Guarantee at a time.

8. We further covenant that this Guarantee shall remain valid for 05 (five) years and o3 (three) months from the date of the execution of this Guarantee.

9. After payment of each installment by the buyer or after encashment of the installment by invocation of the Bank Guarantee to the extend of the installment and interest the value of the Bank Guarantee shall be reduced accordingly.

10. The Guarantee shall be binding on us and our successors-in-interest and shall be irrevocable.

Unregistered

11. The claim, if any, raised under this Guarantee must be lodged within 15 (fifteen) days from the date of expiry of each installment or of two consecutive installments under this Guarantee. Upon presentation of claim, we are bound forthwith to encash the claimed amount without taking recourse to any sort of objection etc. Claim submitted by the Commission shall be the conclusive proof for its encashment.

12. Our liability under this Guarantee is limited to the amount of Tk…......(in words and figure).

13. This Bank Guarantee is extendable for any period at the request of the beneficiary i.e the Privatization Commission.

14. We do hereby undertake the obligation to satisfy the claims of the Privatization Commission in terms of the conditions of this Bank Guarantee.

15. This Guarantee hereinbefore contained shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or the Commission.

For…......(Name of the bank and address)….......Bank.

____

প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এর আদেশক্রমে

মোঃ শওকত আকবর

সচিব
প্রাইভেটাইজেশন কমিশন
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

UnRegistered

E: Privatization Commission/Privatization Probidan,2007